

প্রসঙ্গ : ভূমি সংস্কার আইন ও ভেস্টিং

নানা কারণে রায়তের জমি সরকারে বাজেয়াপ্ত হতে পারে। ওই জমির অধিকার ও দায়দায়িত্ব সকলই সরকার গ্রহণ করেন। কোনো রায়ত উত্তরাধিকারীহীন অবস্থায় মারা গেলে তাঁর অন্যান্য সম্পত্তিসহ জমিজমাও সরকারে বর্তাবে। কিন্তু সাধারণভাবে ভেস্টিং বলতে ভূমি ও ভূমিসংস্কার আইনের ধারা ও ব্যবস্থাগুলি অমান্য করলে রায়তের বিরুদ্ধে সরকার কর্তৃক গৃহীত শাস্তিমূলক ব্যবস্থাকে বোঝায়।

ভূমি ও ভূমি সংস্কার আইনের ব্যবস্থাদির মধ্যে নিম্নলিখিত ভাবে জমি ভেস্ট হতে পারে

- (১) চ্যাপ্টার ২-বি এর ১৪ এম ধারা অনুযায়ী সিলিং বহির্ভূত জমি;
- (২) চ্যাপ্টার ২-র ৪(৪) ধারায় বেআইনি শ্রেণি পরিবর্তন
- (৩) চ্যাপ্টার ৩-র ১৭(২) ধারা অনুযায়ী বর্গা উচ্ছিন্ন জমি নিজ ব্যক্তিগত চাষে আনতে না পারা।

প্রথমত : ১৪-এম ধারায় যেরূপ ব্যাখ্যা করা আছে, কোনো রায়ত তার বেশি পরিমাণ জমি রাখতে পারবেন না। রায়তের পক্ষে জমির উর্দ্ধসীমা বা সিলিং তার পরিবারের সদস্য সংখ্যার উপর নির্ভর করে। পরিবার বলতে কি বোঝায় এবং পরিবারের সদস্য হিসাবে ভূমি সংস্কার আইনে কারা স্বীকৃত হবে—তা ১৪ কে সি ধারায় বলা আছে। এককথায় রায়ত নিজে, তাঁর স্ত্রী, তাঁর আপন সন্তানগণ, প্রি ডিসিজড পুত্র সন্তানের বিধবা স্ত্রী, নাবালক পুত্র ও অবিবাহিতা কন্যা—একমাত্র এই ধরনের আপনজনেরাই শর্তসাপেক্ষে রায়তের পরিবারভুক্ত হতে পারবেন। সাবালক অর্থাৎ অ্যাডাল্ট পুত্রের নামে যদি জমি থাকে তাহলে তিনি রায়তের পরিবারের হিসাবে আসতে পারবেন না। বিবাহিত অ্যাডাল্ট পুত্রের নামে জমি না থাকলেও, ওই পুত্রের স্ত্রী, নাবালক পুত্র, অবিবাহিতা কন্যা—এঁদের কারো নামে জমি থাকলেও সেই পুত্র বাদ যাবেন। প্রি ডিসিজড পুত্র সন্তানের বিধবা স্ত্রী, নাবালক পুত্র, অবিবাহিতা কন্যা—এঁদের কারো নামে জমি থাকলেও তাঁরা সকলে রায়তের

পরিবারের আওতা হতে বাদ পড়বেন। অর্থাৎ রায়ত নিজে, তাঁর স্ত্রী, নাবালক পুত্র ও অবিবাহিতা কন্যা—কেবল এই কজন শর্তহীনভাবে রায়তের পরিবার ভুক্ত হবেন। ভূমি ও ভূমি সংস্কার আইনে রায়তের স্ত্রী প্রসঙ্গে একবচন বাচক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ একাধিক সংখ্যক স্ত্রীর কারণে রায়ত আলাদা সুবিধা পেতে পারবেন না—এমনটিই আইন প্রণেতাগণ ভেবেছেন।

১৪-এম ধারায় জমির যে উর্দ্ধসীমা বলা আছে তা একটি তালিকা আকারে

প্রকাশ করলে এরূপ দেখতে হবে :

সদস্য সংখ্যা	স্ট্যান্ডার্ড হেক্টর	সেচপ্রাপ্ত/একর	সেচ প্রাপ্ত নয়/একর
এক জন	২.৫০	৬.১৮	৮.৬৫
দুই থেকে পাঁচ জন	৫.০০	১২.৩৬	১৭.৩০
ছয় জন	৫.৫০	১৩.৫৯	১৯.০০
সাত জন	৬.০০	১৪.৮৩	২০.৭৬
আট জন	৬.৫০	১৬.০৬	২২.৪৯
নয় জন	৭.০০	১৭.৩০	২৪.২২

পরিবারের সদস্য সংখ্যা নয় জনের বেশি হলেও কোনোভাবেই একজন রায়ত ৭.০০ স্ট্যান্ডার্ড হেক্টরের বেশি জমা রাখতে পারবেন না।

এখানে ‘স্ট্যান্ডার্ড হেক্টর’ ধারণাটি সম্বন্ধে পরিচিত হওয়া প্রয়োজন। ভূমি ও ভূমি সংস্কার আইনে ১৪ কে এফ (i) ধারায় বলা আছে ‘সেচপ্রাপ্ত’ এলাকায় এক হেক্টর কৃষি জমিকে এক স্ট্যান্ডার্ড হেক্টর বলা হবে। অন্যান্য এলাকায় ১.৪০ হেক্টর কৃষিজমিকে এক স্ট্যান্ডার্ড হেক্টর বলা হবে।

১৪ কে-এফ ধারায় আরো বলা আছে কৃষিজমি ব্যতীত বাগান বা অন্যান্য ধরনের জমির ক্ষেত্রে সর্বদাই ১.৪০ হেক্টর কৃষিজমিকে এক স্ট্যান্ডার্ড হেক্টর বলা হবে। প্রসঙ্গত এক হেক্টর বলতে ২৪৭ শতক বা ১৫০ কাঠা (প্রায়) জমি বুঝতে হবে।

এ প্রসঙ্গে ‘সেচপ্রাপ্ত এলাকা’ ধারণাটি স্পষ্ট হওয়া সমীচীন বোধ করছি। রাজ্য সরকার যদি অফিসিয়াল গেজেটে নোটিফিকেশন করে কোনো এলাকাকে সরকারি খাল সেচ প্রকল্প বা সরকারি গভীর বা অগভীর নলকুল বা অন্য ধরনের সরকারি সেচ প্রকল্প দ্বারা সেচপ্রাপ্ত বা সেচপ্রাপ্তিযোগ্য বলে চিহ্নিত করেন; তখন সেই এলাকাটি সেচপ্রাপ্ত এলাকা হিসাবে গ্রাহ্য হবে। এই ব্যাখ্যাটি ভূমি সংস্কার আইনের ১৪ কে. ডি. ধারায় দেওয়া আছে।

এই হল রায়তের পক্ষে জমির উর্দ্ধসীমা সংক্রান্ত ভেস্টিং ব্যবস্থা।

দ্বিতীয়ত : ৪(৪) ধারায় যেসকল ব্যাখ্যা দেওয়া আছে, সেই অনুযায়ী,

(ক) রায়ত যদি অযৌক্তিকভাবে অথবা কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়াই, কোনো

জমি যে কারণে তাকে ব্যবস্থা দেওয়া হয়েছে—তা বাদে অন্য উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেন; তাহলে প্রেসক্রাইবড অথরিটির দ্বারা নির্দিষ্ট প্রথাগত পদ্ধতিতে জমিটি ভেস্ট হয়ে যাবে।

(খ) রায়ত যদি কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়াই কৃষিজমিটি ব্যক্তিগত চাষের কাজে ব্যবহার না করেন, বা জমিটি যে উদ্দেশ্যে ব্যবস্থা দেওয়া হয়েছে, সেই বিশেষ উদ্দেশ্য বা সেই উদ্দেশ্যের সাথে সরাসরি জড়িত কোনো কাজে ব্যবহার না করেন; এবং এই ব্যবহার না করার সময়সীমা যদি পরপর অর্থাৎ একটানা তিনবছর বা তার বেশি দিন ধরে চলে থাকে, তবে জমিটি ভেস্ট হয়ে যাবে। তবে খাইখালাসি বন্ধকের ক্ষেত্রে এই ব্যবস্থা কার্যকর হবে না।

(গ) রায়ত যদি কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়াই, কোনো জমিতে দখল বা পজেশন পাবার তারিখ হতে পরপর অর্থাৎ একটানা তিনবছর বা তার বেশিদিন ধরে কৃষি জমিটি ব্যক্তিগত চাষের কাজে ব্যবহার না করেন; বা যে উদ্দেশ্যে তাকে জমিটি ব্যবস্থা দেওয়া হয়েছে সেই উদ্দেশ্যে বা তার সাথে সরাসরি জড়িত কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার না করেন, তাহলে জমিটি ভেস্ট হয়ে যাবে।

(ঘ) রায়ত যদি তাঁর জোতের সমগ্র অংশে বা কোনো অংশে অন্য কোনো ব্যক্তিকে বন্দোবস্ত দেন, তাহলে জমিটি ভেস্ট হয়ে যাবে। অবশ্য বর্গাদার মারফতে চাষ করানো বিষয়টি এর আওতা ভুক্ত হবে না। [ভূমি সংস্কার আইনে জমির ভোগকারী মালিক এবং সরকার এর মধ্যে অন্য কোনো অধিকার স্বীকৃত হয় না]

অবশ্য ভূমি সংস্কার আইনের ৪(৪) ধারায় যাই বলা থাকুক না কেন, তার প্রেক্ষিতে রায়তের বাস্তুভিটা ভেস্ট করা যাবে না।

ভূমি সংস্কার আইনের ৪ ধারা বলে কোনো রায়ত তাঁর নিজের বাড়ি করার ক্ষেত্র ছাড়া, নিজের জমির মাটি ও বালি খুঁড়তে পারবেন না; কাউকে দিয়ে খোঁড়াতেও পারবেন না। অবশ্য নির্দিষ্ট ফি জমা দিয়ে উপযুক্ত শর্তসাপেক্ষে সরকারি অনুমোদন লাভ করে তিনি নিশ্চয়ই জমির মাটি বা বালি খুঁড়তে বা খোঁড়াতে পারবেন।

এই আইনের ৪(৪) ধারায় ভেস্টিং-এর পদ্ধতি ভূমি সংস্কার রুল ১৯৬৫-র ৫ নং রুলে ব্যাখ্যা করা আছে।

তৃতীয়ত : ভূমি সংস্কার আইনের ১৭(২) ধারায় যে রূপ ব্যাখ্যা দেওয়া আছে, সেই অনুযায়ী জমি ভেস্ট হতে পারে এবং সেক্ষেত্রে তিনি ১৪ ভি ধারা অনুযায়ী কিছু টাকা পেতে পারবেন। এই ব্যাখ্যায় বলা আছে যে, রায়ত যদি ১৭(১) ধারার (ডি) বাক্যাংশ অনুযায়ী উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে দিয়ে বর্গাদারকে উচ্ছেদ করিয়েও ওই জমি নিজ ব্যক্তিগত চাষে দুই বৎসরের মধ্যে না আনতে পারেন এবং যদি বর্গাদার ওইরূপে উচ্ছেদ হবার পর অন্য কোনো ব্যক্তিকে দিয়ে চাষ করাতে থাকেন; তাহলে

প্রেসক্রাইবড কর্তৃপক্ষের নির্দিষ্ট প্রথাগত পদ্ধতি অনুযায়ী আদেশে জমিটি ভেস্ট হয়ে যাবে।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, ১৭(২) ধারায় মজুরি দিয়ে বা মাইনে করা লোক দিয়ে চাষ করানোকে ব্যক্তিগত চাষ বা পার্সোনাল কাল্টিভেশন বলা চলবে না। রায়ত নিজে বা পরিবারের সদস্যদের কায়িক শ্রমে জমিটি চাষ করবেন।

এই ১৭(২) ধারার ভেস্টিং-এর পদ্ধতি প. ব. ভূমি সংস্কার রুল ১৯৬৫-র ১৪ জি রুলে ব্যাখ্যা করা আছে।

কোনো জমি ভূমিসংস্কার আইনে ভেস্ট কিনা জানতে সংশ্লিষ্ট বি.এল.এল.আর.ও.-র কাছে আবেদন করুন। ওঁর অফিসের সার্টিফায়েড কপি প্রস্তুতি বিভাগের কর্মচারীর কাছে নির্দিষ্ট দাগের ইনফরমেশন চাইতে পারবেন। এই বইতে ইনফরমেশন চাইবার খবর ও বয়ান দেওয়া রয়েছে।

এছাড়া শহরাঞ্চল জমি (উর্ধ্বসীমা ও নিয়ন্ত্রণ) আইনে ভেস্টিং এর ব্যবস্থা আছে। কোনো জমি এই আইনে ভেস্ট হয়েছে কিনা জানতে সংশ্লিষ্ট মহকুমার 'কমপিটেন্ট অথরিটি অ্যান্ড এস.ডি.ও.'কে আবেদন করুন।

আর এস খতিয়ানে জমির মালিকের নামের সূত্রে মধ্যস্বত্বাধিকারী লেখা থাকলে সে জমি ১৯৫৩ সালের এস্টেট অ্যাকুইজিশন অ্যাক্ট অনুযায়ী ভেস্ট হবার কথা। যেসব লোকের নিজ নামে বেশি পরিমাণ জমি ছিল তাও ভেস্ট হবার কথা। এর ফলে বি এল এল আর ওর কাছে তথ্য চাওয়া যাবে। এই বইতে ১৩৪ ও ১৩৬ পাতা লক্ষ্য করুন।

দীর্ঘ সময় ফেলে রাখার পর হঠাৎ কোনো ভেস্টিং কেস পুনরায় চালু করে তার বলে ভেস্টিং করলে আপনার আইনজীবীকে ভারতের সুপ্রিম কোর্টের সিভিল আপিল নং ৮৬৯/২০০৪ আবীরকুমার জানা বনাম প. ব. রাজ্য মামলায় মহামান্য বিচারপতি শিবরাজ ভি পাতিল ও বিচারপতি ডি.এম. ধর্মাদিকারী মহোদয়ের ৯/২/২০০৪ তারিখের রায়ের কথা স্মরণ করান।